সমকাল

তারিখ ... 17 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ২৩ ... কলাম ... ২ ...

ভুয়া ৩১ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের চেষ্টা

■ মো. আমিনুল ইসলাম, *চাঁপাইনবাবগঞ্জ*

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে অস্তিত্বহীন ৩১ প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের চেষ্টা চলছে। শিক্ষক সমিতির নেতা মাহবুব-এফাজের নেতৃত্বে একটি সংঘবদ্ধ চক্র ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে এই অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অস্তিত্বহীন এসব প্রাথমিক স্কুলের ভুয়া কাগজপত্র তৈরির সঙ্গে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কতিপয় লোকজন জড়িত বলেও অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে ওই চক্রটি অস্তিত্বহীন প্রতিটি স্কুলে চাকরি দেওয়ার নাম করে সম্ভাব্য চাকরিপ্রত্যাশীদের কাছ থেকে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা করে অন্তত ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

ভুয়া ৩১ প্রাথমিক বিদ্যালয়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

১২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর দরখাস্ত পাঠিয়েছেন এলাকাবাসী।

অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন, শিবগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দুই নেতা মাহবুব ও এফাজের নেতৃত্বে কয়েক নেতা বিভিন্ন স্থানে স্কুল খুলে জাতীয়করণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এসব স্কুলে কোনো ছাত্রছাত্রী নেই। নেই স্কুল ভবন। বাস্তবে পড়ালেখা হয় না। শুধু কাগজপত্রেই অস্তিত্ব রয়েছে এসব স্কুলের। গত দুই বছর ধরে বিভিন্ন জনকে ম্যানেজ করে এই অপতৎপরতা চালাচ্ছে চক্রটি। ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিষ্ঠিত ও চালু এবং তালিকাভুক্ত সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন।

এই সুযোগ কাজে লাগাতে শিবগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় রাতারাতি প্রাথমিক স্কুলের কাগজপত্র তৈরিতে লেগে যায় শিবগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান ও সভাপতি এফাজ উদ্দীনের নেতৃত্বে একটি সংঘবদ্ধ চক্র। স্কুলের ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, বিভাগীয় অফিস ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ম্যানেজ করে মাহবুব-এফাজ সিন্ডিকেট অস্তিত্বহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা শুরু করে। তারা এ ক্ষেত্রে কিছুটা সফলও হয়।

সম্প্রতি এই ধরনের ভুয়া স্কুলের ব্যাপারে অধিদপ্তর থেকে প্রতিবেদনও চাওয়া হয়েছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কাছে। কিন্তু বিপুল টাকার বিনিময়ে শিবগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কতিপয় কর্মকর্তা অতি গোপনে পরিদর্শন প্রতিবেদন দিচ্ছেন এসব ভুয়া স্কুলের ব্যাপারে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসে এই ধরনের ১২টি অস্তিত্বহীন স্কুলের ব্যাপারে ভুয়া প্রতিবেদন দিয়েছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। স্কুল তৈরির জন্য জমির ভুয়া দলিলপত্র তৈরি করা, ছাত্রছাত্রীর কাল্পনিক উপস্থিতি দেখানো, স্কুল ঘর বা ভবন দেখানোসহ কাজগুলো করা হয়েছে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রী বা সাংসদের ভুয়া ডিও লেটারও সংযুক্ত করা হয়েছে।

শিবগঞ্জের পাকা, শাহবাজপুর, মনাকষা, দুর্লভপুর, ধাইনগর ইউনিয়নে এসব ভুয়া স্কুলের সংখ্যা বেশি। ভুয়া কাগজপত্রে এসব স্কুলকে ২০০৬ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখানো হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এক নেতা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, তাদের অপতৎপরতা রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওপর মহলে যোগাযোগ ভালো থাকায় সিন্ডিকেটটি বেপরোয়া আচরণ অব্যাহত রেখেছে। শিবগঞ্জ চরাঞ্চলের এক প্রাইমারি বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক জানান, মাহবুবুর রহমান চরপাকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেও তিনি স্কুলে যান না মাসের অধিকাংশ সময়। তদবির বাণিজ্যে অধিকাংশ সময় ঢাকায় অবস্থান করেন। মাঝে-মধ্যে বিদ্যালয়ে গিয়ে স্বাক্ষর করেন হাজিরা খাতায়।

এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির নেতা মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি সমকালকে জানান, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে প্রতিটি গ্রামে একটি করে সরকারি প্রাইমারি বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের দুর্গম চরাঞ্চলে তেমন স্কুল নেই। থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব অনেক। দূরত্বের কারণে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে চরাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ওই দুই শিক্ষক নেতা দাবি করেন, ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া ৩১টি প্রাইমারি বিদ্যালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত হয়েছে।

অভিযোগের ব্যাপারে শিবগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইউনুস আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এমন অভিযোগ তিনিও পেয়েছেন। তবে তিনি এখনও কোনো প্রতিবেদন দেননি।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দিলরুবা বেগম সমকালকে জানান, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করা হয়েছে। তবে আর কোনো প্রাইমারি স্কুল সরকারিকরণ হবে না। মাহবুব ও এফাজ নামে দুই শিক্ষকের নাম উল্লেখ না করে তিনি জানান, দুই শিক্ষক নেতা কেন এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছেন, তা তিনি জানেন না। ইতিমধ্যে তাদের শোকজ করা হয়েছে এবং ওই দু'জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।